যুগান্তর

তারিখ ... 11 MAR 2012
পৃঃ ২৭ কলাম ৭

গফরগাঁওয়ে সহস্রাধিক কোমলমতি শিক্ষার্থী এখনও বই পায়নি

গফরগাঁও প্রতিনিধি

বছরের ২ মাস পার হলেও ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলায় অর্ধশতাধিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর হাতে তাদের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছেনি। এ কারণে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করতে পারছেনা বলে অভিভাবক, শিক্ষকরা হতাশ। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলার প্রায় ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৪২ জন শিক্ষার্থী তাদের ৬ বিষয়ের (১ সেট) পাঠ্যপুস্তক পায়নি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে বারবার ধরনা দিয়েও বই সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের হাতে দিতে পারছেন না।

চরশাঁখচূড়া, গাড়ীশিমুল, বিরই তালতলা, চরআলগী, দক্ষিণ চরমছলন্দসহ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি ও রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিদিন ৫ম শ্রেণীর কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী বইয়ের অভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। অভিভাবক রাজিয়া খাতুন বলেন, আমার মেয়ে তো এবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দেবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে বই পায়নি। এপ্রিলে ১ম সাময়িক পরীক্ষা। মেয়েকে কোনভাবেই সান্ত্বনা দিতে পারছি না। দক্ষিণ চরমছলন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দিন জানান, তার বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ৫৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জন এখন পর্যন্ত বই পায়নি। বিরই তালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বদরুজ্জামান তালুকদার জানান, তার বিদ্যালয়ের ৪০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩০ জন বই পেয়েছে। এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পৌর শহরের রোকেয়া লাইব্রেরি, মিতালি লাইব্রেরি, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, ফরিদ বুক ডিপোতে সরকার নিষিদ্ধ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের গাইড বই, নোট বই, সহায়ক বইয়ের পাশাপাশি বিনামূল্যের সরকারি পাঠ্যপুস্তকও দেদার বিক্রি হচ্ছে। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) জহির উদ্দিন বলেন, উপজেলায় ৫ম শ্রেণীর ১ হাজার ৪২ সেট বই কম ছিল। তা হালুয়াঘাট উপজেলা থেকে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শিবপদ দে বলেন, গফরগাঁও উপজেলায় চাহিদা অনুযায়ী বই দেয়ার পরও দু'দফায় অতিরিক্ত বই পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজন পড়লে আরও পাঠানো হবে।